দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 24 APR 2008
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

প্রাথমিক শিক্ষকদের হয়রানি ঃ ঘুষ কেলেংকারীতে কক্সবাজারের ডিপিও এবং ডিডি অফিস জড়িত থাকার অভিযোগ

কক্সবাজার অফিস

অনেক চেষ্টার পরও কক্সবাজার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের অনিয়ম দুর্নীতি ও শিক্ষক হয়রানির কথা ধামাচাপা দেয়া যায়নি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসকে (ডিপিও অফিস) কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা হাকিমা সিন্ডিকেট দীর্ঘদিন ধরে বদলী বাণিজ্যসহ ঘুষ দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে শিক্ষক হয়রানি করে আসছে বলে রয়েছে ব্যাপক অভিযোগ। এ নিয়ে সম্প্রতি ইনকিলাবে সংবাদ প্রকাশিত হলে কক্সবাজার জেলা ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। জেলার শত শত নির্যাতিত শিক্ষক শিক্ষিকা এ রিপোর্টকে সাধুবাদ জানিয়েছেন লিখিতভাবে। কক্সবাজার ডিপিও অফিস বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করায় এবং ডিপিওকে কেন্দ্র করে একাধিক মামলা হওয়ায় কক্সবাজার ডিপিও অফিসের দুর্নীতি, অনিয়ম ও শিক্ষক হয়রানির বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে। শিক্ষক হয়রানি ও ঘুষ কেলেংকারীর সাথে ডিপিও অফিস ছাড়াও চট্টগ্রামের ডিডি অফিস জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

অনিয়ম দুর্নীতি ও শিক্ষক শিক্ষিকা হয়রানির জের ধরে কক্সবাজার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার খাইর আহমদ এখন আইনী গ্যাড়াকলে আটকে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। ভুক্তভোগী শিক্ষক শিক্ষিকা বিভিন্নভাবে আইনী আশ্রয় নেয়ায় তিনি এখন বেকায়দায় পড়ে গেছেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, গত ৪ মার্চ'০৮ একজন শিক্ষিকা কক্সবাজার সহকারী জজ আদালতে আক্রোশ ও হয়রানিমূলক বদলী থেকে বিরত রাখার প্রার্থনা করে একটি মামলা দায়ের করে ডিপিও'র বিরুদ্ধে। এই মামলার নাম্বার অপর-১০৬/০৮ ইং। সহকারী জজ আদালত থেকে এই মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাদিনীকে (একজন শিক্ষিকা) যে কোন ধরনের বদলীর উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্নভাবে হয়রানি করে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে কক্সবাজার দায়রা জজ আদালতে ক্রিমিন্যাল ল এ্যাক্ট-এর অধীনে একটি ফৌজদারি মামলা হয় ডিপিও'র বিরুদ্ধে। জেলা জজ হাসান ইমাম আগামী ১২ মে '০৮ এর মধ্যে চট্টগ্রাম দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে তদন্ত রিপোর্ট দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে। ডিপিও (কক্সবাজার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার) ও তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বদলী বাণিজ্য ও শিক্ষক হয়রানির সাথে সংশ্লিষ্ট হাকিমা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে এই মামলা দুটি করেছেন টেকপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা দিলারা খানম। অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, হাকিমা সিন্ডিকেটের সাথে সরাসরি জড়িত রয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের চট্টগ্রাম বিভাগের ডিডি ইকবাল হোসেন। টাউট হাকিমার সাথে ঘুষ লেনদেনের সূত্র ধরে টাউট হাকিমার সাথে ডিডির গড়ে ওঠে গভীর সম্পর্ক। এই সম্পর্কের সূত্র ধরে টাউট হাকিমা কক্সবাজারের নিরীহ প্রাইমারী শিক্ষকদের কাছ থেকে বিভিন্ন ছুতা ধরে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা।